পানিয়াম - সংখ্যা বাইশ

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩

Jeff Pippenger
2026-03-12

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে, যিহূদা গোত্রের সিংহ একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যসমূহের সীলমোহর খুলছেন। ফিউচার ফর আমেরিকার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা করলে সে ক্রম সহজেই নির্ণয় করা যায়। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে যে সত্যসমূহের সীলমোহর খোলা হয়েছে, সেগুলি বহুসংখ্যক, এবং গভীর! ঐ ক্রমটি এলোমেলো নয়, তা উদ্দেশ্যপূর্ণ। ঐ ধারাবাহিকতা স্পষ্টভাবে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রমবদ্ধ প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে, যা যিহূদা গোত্রের সিংহরূপে খ্রিস্ট সম্পন্ন করেন, যখন তিনি মণ্ডলীর প্রতি এবং পরবর্তীতে জগতের প্রতি চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক বার্তাসমূহের সীলমোহর খুলে দেন। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যিহূদা গোত্রের সিংহ সাতটি সীলমোহরে মোহরাঙ্কিত সেই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন এবং সীলমোহরগুলো একে একে—ক্রম অনুসারে—খুলে দেন।

নিজ নিজ ক্রমে উদ্ঘাটিত হবে

> এই সাতটি বজ্র যখন কথা বলল, তখন দানিয়েলের ন্যায় ক্ষুদ্র গ্রন্থ সম্বন্ধে যোহনের কাছে নির্দেশ আসে: 'সাতটি বজ্র যা বলেছিল, তা সীলমোহর করে রাখো।' এগুলো ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা তাদের নিজ নিজ ক্রমে প্রকাশিত হবে। দিনসমূহের শেষে দানিয়েল তাঁর নির্ধারিত অংশে দাঁড়াবেন। যোহন দেখেন যে ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সীলমুক্ত হয়েছে। তখন পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের যথার্থ স্থান পায়। ক্ষুদ্র গ্রন্থটির সীলমুক্ত হওয়াই ছিল সময়সংশ্লিষ্ট বার্তা।
>
> দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থদুটি এক। একটি ভবিষ্যদ্বাণী, অন্যটি প্রকাশ; একটি সিলমোহরিত গ্রন্থ, অন্যটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। যোহন বজ্রধ্বনিসমূহ যে রহস্যসমূহ উচ্চারণ করেছিল, সেগুলো তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু সেগুলো না লেখার আদেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।
>
> যোহনকে দেওয়া বিশেষ আলোকপ্রাপ্তি, যা সাত বজ্রধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, ছিল এমন ঘটনাবলির একটি রূপরেখা যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার অধীনে ঘটবে। লোকদের পক্ষে এসব জানা শ্রেয় ছিল না, কারণ তাদের বিশ্বাসের অবশ্যই পরীক্ষা হওয়া দরকার। ঈশ্বরের বিধানে সর্বাধিক বিস্ময়কর ও অগ্রসর সত্যসমূহ ঘোষণা করা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই বার্তাগুলি তাদের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আরও কোনো আলো প্রকাশ করা হবে না। এরই প্রতীক হল সেই স্বর্গদূত, যিনি এক পা সমুদ্রের উপর রেখে দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর শপথ করে ঘোষণা করেন যে আর সময় থাকবে না। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।

২০২৩-পরবর্তী সময়ে "সাত বজ্রধ্বনি"-র চূড়ান্ত উদ্ঘাটন প্রকাশ পেয়েছিল, এবং তাতে প্রকাশিত হয়েছিল যে "সাত বজ্রধ্বনি" প্রথম আলফা-নিরাশা থেকে শেষ ওমেগা-নিরাশা

পর্যন্তকে প্রতিনিধিত্ব করে। সাত বজ্রধ্বনি সংজ্ঞায়িত করার অনুমতি জনকে দেওয়া হয়নি, কারণ "সাত বজ্রধ্বনি"-র প্রকাশ ইতিহাসের একক কোনো পরিপূর্তি ছিল না; বরং তা ছিল "ঘটনাবলির রূপরেখা"-র এক চিত্রায়ণ, যা মিলারাইট ইতিহাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং অন্তিম কালে আবার সংঘটিত হবে। নিখুঁত পরিপূর্তি প্রদর্শিত হয়েছিল ১৮ জুলাই, ২০২০ থেকে শীঘ্র-আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে চিত্রিত করার জন্য। সিংহ সেই আলো উন্মুক্ত করেছিলেন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির-নির্মাণের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করার জন্য।

মিলারাইট ইতিহাসে "সাতটি বজ্রধ্বনি" ১৭৯৮ হতে ১৮৪৪ অব্দি সময়কে প্রতিনিধিত্ব করত, যখন মিলারাইটরা "অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অগ্রসর সত্য" উপস্থাপন করেছিল। তাদের অর্পিত কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়ায়, মিলারাইটরা পরীক্ষিত হয়েছিল। তারা যে বার্তা প্রচার করছিল, অথবা যে ইতিহাসের পরিপূর্তি তারা ঘটাচ্ছিল, তার পূর্ণ অর্থ তারা বোঝেনি। তারা যে সত্যগুলি ঘোষণা করেছিল, সেগুলিকে সিস্টার হোয়াইট "অগ্রসর সত্য" বলে সংজ্ঞায়িত করেন, যেগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাসমূহ তাদের কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত বোঝার জন্য নির্ধারিত ছিল না।

যখন "সাত গর্জন" তাদের সম্পূর্ণ পরিপূর্তিতে উপনীত হবে, তখন ঐ "ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি" প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দের তিন স্বর্গদূতের বার্তাসমূহের দ্বারা, দানিয়েল পুস্তকের সঙ্গে সমন্বয়ে, প্রতিনিধিত্ব করা হয়। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের কার্য, যা "সাত গর্জন"-এর "ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তা হলো দানিয়েল পুস্তককে তিন স্বর্গদূতের সঙ্গে সমন্বিত করা।

> প্রভু পৃথিবীকে তার অধর্মের জন্য শাস্তি দিতে যাচ্ছেন। তিনি ধর্মীয় সংগঠনসমূহকে তাদের কাছে প্রদত্ত আলো ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য শাস্তি দিতে যাচ্ছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা সমন্বয়ে গঠিত সেই মহান বার্তা পৃথিবীকে দেওয়া হবে। এটাই হবে আমাদের কাজের প্রধান ভার। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৫০।

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সাল থেকে যিহূদা গোত্রের সিংহ একটি নির্দিষ্ট 'ক্রমে' ভাববাণীমূলক সত্যসমূহের মোহর খুলে দিচ্ছেন।

মিলারাইটদের ইতিহাস

> বর্তমানে জীবিত এমন লোক আছেন, যারা দানিয়েল ও যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অধ্যয়নকালে, বিশেষ বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যেই পরিসরে তাদের নিজ নিজ ক্রমানুসারে পরিপূর্তির প্রক্রিয়ায় ছিল, সেই পরিসর সমীক্ষণ করতে করতে ঈশ্বরের নিকট হতে মহৎ আলোক লাভ করেছিলেন। তাঁরা জনগণের নিকট সময়ের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। সত্য মধ্যাহ্নের সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ পরিপূর্তিকে প্রদর্শনকারী ঐতিহাসিক ঘটনাবলি জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছিল; এবং দেখা গেল, ভবিষ্যদ্বাণীটি এই পৃথিবীর ইতিহাসের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনাবলির এক রূপকধর্মী রূপরেখা। সিলেক্টেড মেসেজেস, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০১, ১০২।

যে 'ক্রমে' খ্রিস্ট মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটির মোহর খুলে আসছেন, তা 'ঐতিহাসিক ঘটনাবলী'কে প্রতিনিধিত্ব করে, যা 'ভাববাণীর প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণতা' প্রদর্শন করে এবং যা অনুগ্রহকালের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। অন্তিম দিনসমূহে ভাববাণীর প্রত্যক্ষ

পরিপূর্ণতা সময়-ভিত্তিক ভাববাণীগুলির কোনো প্রকাশ নয়, তবুও পালমনি ভাববাণীর প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণতাগুলি চিহ্নিত করতে সংখ্যা ব্যবহার করেন। সময় আর অবশিষ্ট নেই, এবং যদিও মিলারবাদীরা তাদের প্রজন্মের প্রতি 'সময়ের বার্তা বহন করছিলেন', তবু তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা 'সময়'-এর চেয়েও অধিক শক্তিশালী।

> “প্রভু আমাকে দেখিয়েছেন যে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা অবশ্যই যেতে হবে এবং প্রভুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সন্তানদের কাছে ঘোষণা করতে হবে, এবং সেটিকে সময়ের ওপর নির্ভরশীল করা উচিত নয়; কারণ সময় আর কখনোই পরীক্ষার বিষয় হবে না। আমি দেখলাম, কেউ কেউ সময় নিয়ে প্রচার থেকে ভ্রান্ত উত্তেজনা পাচ্ছে; অথচ তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। আমি দেখলাম, এই বার্তাটি নিজস্ব ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে, একে শক্তিশালী করতে সময়ের প্রয়োজন নেই, এবং এটি মহান শক্তিতে অগ্রসর হবে, তার কাজ সম্পাদন করবে, এবং ধার্মিকতায় দ্রুত সমাপ্ত হবে।” Experience and Views, 48.

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যসমূহের মোহর খোলার "ক্রমপর্যায়" এক ক্রমবিকাশমান ইতিহাসকে চিহ্নিত করে; তদুপরি, তা বার্তাটির বিকাশকেও চিহ্নিত করে। নিরূপিত ইতিহাসের ওই "ক্রমপর্যায়" এবং ৩১ ডিসেম্বর থেকে যিহূদা গোত্রের সিংহ যেভাবে বার্তাটির মোহর খুলে আসছেন তার পদক্ষেপসমূহ—উভয়টির অনুধাবনই মুক্তিদায়ক। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে, অরণ্যে আহ্বানকারীর এক কণ্ঠস্বর ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মোহর খোলার ঘটনাটির জন্য পথ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিল। এরপর যিহূদা গোত্রের সিংহ প্রকাশিত বাক্যগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের মোহর খুলে দিলেন।

অন্য কিছুই নয়

> "প্রকাশিত বাক্যে ক্রমানুসারে প্রদত্ত গুরুগম্ভীর বার্তাসমূহ ঈশ্বরের প্রজাদের চিত্তে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করা উচিত। অন্য কোনো কিছুকেই আমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে দেওয়া উচিত নয়।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৮, ৩০১, ৩০২।

২০২৩ সালে শুরু হওয়া প্রবন্ধসমূহের উচিত "ঈশ্বরের জনগণের মননে প্রথম স্থান অধিকার করা"।

> ভাববাদী ইতিহাসে অতীতে পূর্ণ হওয়ার জন্য ঈশ্বর যা যা নির্দিষ্ট করেছেন, সেগুলো পূর্ণ হয়েছে; আর যেগুলো এখনও তাদের নির্ধারিত ক্রমে আসতে বাকি, সেগুলোও হবে। ঈশ্বরের ভাববাদী দানিয়েল নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। যোহন নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকাশিত বাক্যে যিহূদা গোত্রের সিংহ ভাববাদ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য দানিয়েলের গ্রন্থটি উন্মুক্ত করেছেন, এবং এভাবেই দানিয়েল নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্য বহন করেন, মহৎ ও গম্ভীর ঘটনাসমূহের দর্শনে প্রভু তাঁকে যা প্রকাশ করেছিলেন, সেই সাক্ষ্য—যেগুলো আমাদের জানা আবশ্যক, কারণ আমরা তাদের পূর্তির একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।
>
> ইতিহাস ও ভাববাণীতে ঈশ্বরের বাক্য সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘাতকে চিত্রিত করে। সেই সংঘাত এখনো চলমান। যে বিষয়সমূহ পূর্বে ঘটেছে, সেগুলি পুনরায় সংঘটিত হবে। সিলেক্টেড মেসেজেস, গ্রন্থ ২, ১০৯।

ত্রিশ

দানিয়েলের অধ্যায় এগারোর চল্লিশতম পদের বার্তাটি ১৯৯৬ সালে সিলমোহরমুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ত্রিশ বছর পর, ঠিক সেই একই পদের গোপন ইতিহাস এখন মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তার আনুষ্ঠানিকীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে সিলমোহরমুক্ত হচ্ছে—একটি বার্তা, যা ইসলামের বিষয়ে সংশোধিত বাহ্যিক ভবিষ্যদ্বাণীকে মধ্যরাত্রির আর্তনাদের সংশোধিত অভ্যন্তরীণ বার্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে গঠিত। মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তাটি পদ ষোলের রবিবার-আইনের পূর্বেই ঘোষিত হয়, কারণ দৃষ্টান্তে দ্বারটি রবিবার-আইনের সময়েই বন্ধ হয়।

পিতর

এটি পিতরকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের ইতিহাসে স্থান দেয়। পিতরের একটি বার্তা ছিল যা তিনি ঊর্ধ্বকক্ষে ঘোষণা করেছিলেন, এবং আরেকটি বার্তা যা তিনি মন্দিরে ঘোষণা করেছিলেন। ঊর্ধ্বকক্ষের বার্তাটি দৃষ্টান্তের 'মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনি', এবং মন্দিরের বার্তাটি তৃতীয় স্বর্গদূতের 'প্রবল আর্তধ্বনি'। ঊর্ধ্বকক্ষের 'মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনি'র বার্তা ঘোষণা করার জন্য, প্রথমেই পিতরের বার্তাটি সংশোধিত ও আনুষ্ঠানিকীকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল। এই সংশোধন ও আনুষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন হয় ভবিষ্যদ্বাণীর সেই রেখাসমূহকে একত্রিত করার মাধ্যমে, যেগুলি যিহূদার গোত্রের সিংহ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে চিহ্নিত করে আসছেন।

এখনকার কাজ হলো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাকে আনুষ্ঠানিকীকরণ করা। এই বার্তার আনুষ্ঠানিকীকরণ ১৮৩১ সালে উইলিয়াম মিলার, এবং ১৯৯৬ সালে The Time of the End পত্রিকার মাধ্যমে দৃষ্টান্তায়িত হয়েছে। যে বার্তা ২০২০ সালের ১৮ জুলাই প্রথম হতাশার সৃষ্টি করেছিল, সেই বার্তার সংশোধন উভয়ই যোশিয়া লিচ ও স্যামুয়েল স্নো দ্বারা দৃষ্টান্তায়িত হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে যে কাজ সম্পাদন করেছিলেন, তা-ই 'কারণ' হয়েছিল সেই 'পরিণামের', যা ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট-এর অনুবর্তে এবং সপ্তম-মাস আন্দোলনের অনুবর্তে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৪০ সালে বার্তাটি বিশ্বের প্রতিটি মিশন স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, এবং ১৮৪৪ সালে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলরেখা জুড়ে বয়ে গিয়েছিল। মানবের কর্মই পবিত্র আত্মার 'উণ্ডেলন'-রূপী 'পরিণাম'-এর 'কারণ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বার্তাটি ১৮৪০ সালে বিশ্বে পৌঁছেছিল, যা সমুদ্র দ্বারা প্রতিনিধিত্বিত; এবং ১৮৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছিল, যা পৃথিবী দ্বারা প্রতিনিধিত্বিত। ১৮৪০-এর প্রতীক ছিল প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ে পৃথিবী ও সমুদ্রের উপর দাঁড়িয়ে থাকা খ্রিস্ট; এবং সেই অধ্যায়টিই ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, এবং পৃথিবী ও সমুদ্রের উপর দাঁড়িয়ে থাকা খ্রিস্টকে চিত্রিত করে।

১৮৪০ ও ১৮৪৪—উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যদ্বাণীতে করা সংশোধন সময়ের দিক থেকে সামনের দিকে, যথাযথ তারিখে অগ্রসর করে করা হয়েছিল। একটি ছিল ইসলাম-সংক্রান্ত একটি ভবিষ্যদ্বাণী, আর অন্যটি ছিল দশ কুমারীর উপমা-সংক্রান্ত একটি ভবিষ্যদ্বাণী। একটি ছিল বাহ্যিক এবং অন্যটি ছিল অভ্যন্তরীণ। ১৮৪৪-এ পবিত্রস্থান সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝিজনিত একটি ভ্রান্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবিত্রস্থানটি কি পৃথিবীই ছিল, নাকি তা স্বর্গীয় পবিত্রস্থান ছিল? এই ভুল ধারণা কেবল পবিত্রস্থানের সংজ্ঞা-সংক্রান্তই ছিল না; এটি আরও এই বিষয়েও একটি পরীক্ষা হিসেবে প্রতিভাত হত যে, কোনো আত্মা পবিত্রস্থান থেকে অতিপবিত্রস্থানে খ্রিস্টকে অনুসরণ করবে কি না।

> আমি দেখিলাম, পিতা সিংহাসন হইতে উঠিলেন, এবং প্রজ্জ্বলিত রথে পর্দার অন্তরে পরমপবিত্র স্থানে গমন করিয়া আসীন হইলেন। তারপর যীশু সিংহাসন হইতে উঠিলেন, এবং যাঁহারা নতশির হইয়া ছিলেন, তাহাদের অধিকাংশ তাঁহার সহিত উঠিলেন। তাঁহার উঠিবার পর আমি দেখিলাম না যে যীশুর হইতে উদাসীন জনসমষ্টির প্রতি আলোর একটিও কিরণ গিয়াছে; এবং তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে অবশিষ্ট রহিল। যীশু যখন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূর বাহিরে লইয়া গেলেন, তখন যাঁহারা তাঁহার সহিত উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিবিদ্ধ রাখিলেন। পরে তিনি তাঁহার ডান বাহু উত্তোলন করিলেন, এবং আমরা তাঁহার মনোরম স্বর শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, ‘এখানে অপেক্ষা করো; আমি রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমার পিতার নিকটে যাচ্ছি; তোমাদের বস্ত্র নিষ্কলঙ্ক রেখো, এবং অল্পকালেই আমি বিবাহ হইতে ফিরে আসিব ও তোমাদের আপন নিকটে গ্রহণ করিব।’ তারপর মেঘময় এক রথ, অগ্নিশিখার ন্যায় চাকাযুক্ত, স্বর্গদূতগণে পরিবেষ্টিত, যেখানে যীশু ছিলেন, সেই স্থানে আসিল। তিনি রথে আরোহন করিলেন এবং তাঁহাকে পরমপবিত্র স্থানে, যেখানে পিতা আসীন ছিলেন, বহন করিয়া নেওয়া হইল। সেখানে আমি যীশুকে দেখিলাম—মহান মহাযাজক—পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার বস্ত্রের পাড়ে এক ঘণ্টা ও এক ডালিম, এক ঘণ্টা ও এক ডালিম ছিল। যাঁহারা যীশুর সহিত উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা পরমপবিত্র স্থানে বিরাজমান তাঁহার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস ঊর্ধ্বে তুলিলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন, ‘হে আমার পিতা, আমাদের তোমার আত্মা দাও।’ তারপর যীশু শ্বাস দিয়া তাঁহাদের উপর পবিত্র আত্মা প্রদান করিলেন। সেই শ্বাসে ছিল আলোক, শক্তি, এবং প্রচুর প্রেম, আনন্দ, ও শান্তি।
>
> আমি ফিরে সিংহাসনের সম্মুখে এখনো নত হয়ে থাকা সেই দলের দিকে তাকালাম; তারা জানত না যে যীশু সেখান থেকে চলে গেছেন। শয়তানকে সিংহাসনের নিকটে অবস্থানরত বলে প্রতীয়মান হলো, ঈশ্বরের কাজ চালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। আমি দেখিলাম তারা দৃষ্টি তুলে সিংহাসনের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করছে, 'পিতা, আমাদের তোমার আত্মা দাও।' তখন শয়তান তাদের উপর এক অপবিত্র প্রভাব ফুঁ দিয়ে দিত; তাতে আলো এবং প্রচুর শক্তি ছিল, কিন্তু কোনো মধুর প্রেম, আনন্দ ও শান্তি ছিল না। শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে প্রতারিত অবস্থায় রাখা এবং ঈশ্বরের সন্তানদের পিছিয়ে এনে প্রতারিত করা। আর্লি রাইটিংস, ৫৫, ৫৬।

পবিত্রস্থানকে "চাবি" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল—এমন এক "চাবি" যা পবিত্রস্থান-বিষয়ক ভুল-বোঝাবুঝি থেকে উদ্ভূত সকল ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাখ্যা দেয়। তা-ই ছিল সেই "চাবি" যা হতাশার ব্যাখ্যা প্রদান করেছিল। অন্তিম কালে, "চাবি" হলো হতাশা, যা মন্দির-বিষয়ক ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাখ্যা প্রদান করে।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ‘সময় আর নেই’, এবং ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের নিরাশার ভ্রান্তি এখন সংশোধিত হওয়া আবশ্যক, তবে সময়ের নিরিখে নয়, কারণ সময় আর নেই।

> আর আমি যে স্বর্গদূতকে সমুদ্রের উপর ও পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সে তার হাত স্বর্গের দিকে তুলল; এবং তিনি শপথ করলেন তার নামে, যিনি যুগানুগ যুগ ধরে জীবিত, যিনি স্বর্গ ও তাতে যা কিছু আছে, আর পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে, আর সমুদ্র ও তাতে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন, যে আর সময় থাকবে না; কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বরের দিনগুলোতে, যখন সে ধ্বনি করতে শুরু করবে, তখন ঈশ্বরের রহস্য সম্পন্ন হবে, যেমন তিনি তাঁর দাস নবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১০:৫–৭।

যে পূর্ববাণীটি সংশোধন করা আবশ্যক, তাতে উল্লিখিত স্থানটি ন্যাশভিল, টেনেসি; এবং সেই স্থান পরিবর্তিত করা যায় না, কারণ সেটি ফিডিচার ফর আমেরিকা দ্বারা নয়, বরং এলেন

হোয়াইট দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা কখনও ব্যর্থ হয় না।

> যখন আমি ন্যাশভিলে ছিলাম, আমি লোকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, এবং রাত্রিকালে সরাসরি স্বর্গ থেকে এক বিপুল অগ্নিগোলক নেমে এসে ন্যাশভিলে স্থিত হল। সেই গোলক থেকে তীরের মতো শিখাগুলি বেরিয়ে যাচ্ছিল; গৃহসমূহ ভস্মীভূত হচ্ছিল; গৃহসমূহ দুলছিল এবং ধসে পড়ছিল। আমাদের কিছু লোক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। 'এটা ঠিক যেমন আমরা আশা করেছিলাম,' তারা বলল, 'আমরা এটারই প্রত্যাশা করছিলাম।' অন্যরা যন্ত্রণায় হাত মুচড়াতে মুচড়াতে ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করে কাঁদছিল। 'আপনারা তা জানতেন,' তারা বলল, 'আপনারা জানতেন যে এটি আসছে, তবু আমাদের সতর্ক করতে একটি শব্দও বলেননি!' তারা যেন প্রায় তাদের ছিঁড়ে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে—এমন মনে হচ্ছিল, এই ভেবে যে তারা কখনো তাদের বলেনি বা কোনো সতর্কতা একেবারেই দেয়নি। পাণ্ডুলিপি ১৮৮, ১৯০৫।

ন্যাশভিলের উপর অগ্নিগোলকসমূহের প্রসঙ্গে অন্তর্নিহিত বিষয়টি হলো, এটি নির্দেশ করে যে লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টবাদ ন্যাশভিল-সতর্কতার বার্তা জানত, কিন্তু নীরব ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে এটি সেই মুহূর্ত, যখন 'Midnight Cry'-এর বার্তার 'লজ্জা' বা 'আনন্দ' প্রকাশিত হয়। এ সময়েই যারা পতাকারূপ নির্দেশন হতে নির্ধারিত, তারা উচ্চে তোলা হতে শুরু করে, এবং এর দ্বারা পৃথক হয়ে পড়ে তাদের থেকে, যাদের তখন লজ্জিত করা হয় জগতের সেই লোকদের দ্বারা, যারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ যে লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টবাদ ন্যাশভিল সম্পর্কে কোনো সতর্কতা দেয়নি। এই একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভেদরেখা প্রতিফলিত হয়েছিল কার্মেল পর্বতে ইলিয়াহ ও বালের ভাববাদীদের মধ্যে, এবং মিলারীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় স্বর্গদূতের কালে, যখন প্রোটেস্ট্যান্টরা ভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টে পরিণত হয়ে মিথ্যা ভাববাদী হিসেবে তাদের ভূমিকা শুরু করে, রোমের কন্যাসমূহে পরিণত হয়ে। ১৯৮৯ সালে, রাজনৈতিক শৃঙ্খল রোনের মাধ্যমে ঠিক একই কাজ করেছিল; তবে রোন রোমের কন্যাদের একজন হননি, তিনি আহাব ও প্রথম ক্লোভিস—যারা রোমের প্রণয়ী—তাদের প্রতিরূপ হয়েছিলেন।

> আমাকে এক দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছিল। তা ছিল বিশ্রামদিনের আগের রাত্রি। সেই সময়েই সেই দৃশ্য আমাকে প্রদর্শিত হয়। আমি জানালার বাইরে তাকালাম, আর সেখানে দেখলাম, স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক বিরাট অগ্নিগোলক; তা পড়ল যেখানে তারা স্তম্ভসম্বলিত ভবনগুলো ঢালাই করছিল—বিশেষত স্তম্ভগুলিই আমাকে প্রদর্শিত হলো। মনে হলো, সেই গোলকটি সিরাসরি ভবনের ওপর এসে তাকে চূর্ণ করে দিল; আর তারা দেখল, তা শাখায়িত হচ্ছে, শাখায়িত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে; এবং তারা ক্রন্দন করতে ও শোক করতে লাগল, শোক করতে লাগল, এবং হাত মুচড়াতে লাগল; আর আমি ভাবলাম, আমাদের লোকদের মধ্য থেকে কিছুজন সেখানেই পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আচ্ছা, এটিই তো আমরা প্রত্যাশা করে আসছিলাম; এটিই তো আমরা কথা বলে আসছিলাম; এটিই তো আমরা কথা বলে আসছিলাম।' 'আপনারা তা জানতেন?' লোকেরা বলল। 'আপনারা তা জানতেন, আর কখনও আমাদের বলেননি?' আমার মনে হলো, তাদের মুখে এমন এক যন্ত্রণা, তাদের চেহারায় এমন এক যন্ত্রণা। পাণ্ডুলিপি ১৫২; ১৯০৪।

২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের হতাশা হলো সেই মন্দিরকে সনাক্ত করার "চাবিকাঠি", যাকে একটি পিতাকা হিসেবে উচ্চে উত্তোলিত করা হবে। অ্যাডভেন্টিস্টদের দুই শ্রেণির পার্থক্য বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর একটি প্রধান প্রতিপাদ্য। যিরমিয়াহ "বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে"-এর সাথে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং স্মির্না ও ফিলাদেলফিয়ার উভয় কলিসিয়াই শয়তানের সভাগৃহের সঙ্গে বৈপরীত্যে উপস্থাপিত হয়েছিল, যারা নিজেদের ইহুদি বলে দাবি

করত, কিন্তু ছিল না। নিজেদের অ্যাডভেন্টিস্ট বলে দাবিকারীদের ঐ দুই শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যটি প্রতিফলিত হয় বাইবেল অধ্যয়নে তারা যে পদ্ধতিবিদ্যা প্রয়োগ করে তাতে। এটি হলো সত্যিকার শিক্ষা ও "উচ্চশিক্ষা, তথাকথিত"—যেমন সিস্টার হোয়াইট একে অভিহিত করেন—এর মধ্যকার পার্থক্য।

ন্যাশভিল "দক্ষিণের এথেন্স" নামে পরিচিত, এবং ন্যাশভিলে গ্রিসের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বাধিক সুপরিচিত স্থাপনাটি হলো সেন্টেনিয়াল পার্কে অবস্থিত পার্থেনন, যা প্রাচীন গ্রিক পার্থেননের পূর্ণমাত্রিক প্রতিরূপ হিসেবে ১৮৯৭ সালে নির্মিত হয়। এটি ১৭৯৬ সালে টেনেসির অঙ্গরাজ্যত্বে প্রবেশের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিল, এবং উদ্‌যাপনের পর তা ভেঙে ফেলারই পরিকল্পনা ছিল। পরিবর্তে, ১৯০৩ সালে ভূমিটি একটি উদ্যান হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়, এবং ১৯২০ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পার্থেননকে স্থায়ী রূপে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

"Parthenon" নামটি গ্রিক শব্দ parthénos থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "কুমারী" বা "তরুণী"; এটি অ্যাথেনার সেই রূপকে নির্দেশ করে, যেখানে তিনি জ্ঞান, কৌশল, শিল্প, কারুশিল্প ও সভ্যতার অকৃতস্পর্শা, প্রজ্ঞাময়ী ও যুদ্ধপ্রতাপশালী দেবী। এথেন্সের আক্রোপলিসে খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৭–৪৩২ অব্দের মধ্যে নির্মিত এই স্থাপনায় ভাস্কর ফিডিয়াস নির্মিত অ্যাথেনার এক বিরাট ক্রাইসেলেফান্টাইন (স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত) মূর্তি ছিল—মূলত যা তাঁর "গৃহ" বা ঐশ্বরিক আবাসরূপে কাজ করত, যেখানে তিনি উপস্থিত আছেন বলে বিশ্বাস করা হতো।

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থায় বিস্তৃত জ্ঞান, সমালোচনামূলক অনুসন্ধান, নাগরিক প্রস্তুতি এবং লিবারেল আর্টসের কাঠামোর ওপর যে গুরুত্বারোপ রয়েছে, তা মূলত প্রাচীন গ্রিক দর্শন ও চর্চায় প্রোথিত। প্লেটোর অ্যাকাডেমি, এরিস্টটলের লাইসিয়াম অথবা এথেনীয় পাইদেয়া না থাকলে, আমরা যাকে আধুনিক বিদ্যালয়শিক্ষা বলে জানি, তা অত্যন্ত ভিন্ন হতো।

১৯০৪ সালে ন্যাশভিল শহর থেকে নয় মাইল দূরে ম্যাডিসন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূল ম্যাডিসন স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এলেন হোয়াইট (যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল ‘ন্যাশভিল অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড নরমাল ইনস্টিটিউট’, এবং পরে ‘ম্যাডিসন কলেজ’ নামে পরিচিত হয়)। ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই তিনি পরিচালনা পর্ষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি প্রায় ১৯১৪ সাল পর্যন্ত পর্ষদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (যা ১৯১৫ সালে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে)।

এটি ছিল একমাত্র কলেজে বা প্রাতিষ্ঠানিক বোর্ড, যার সদস্যপদ গ্রহণ বা তাতে দায়িত্ব পালনে তিনি কিখনও সম্মত হয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য অ্যাডভেন্টিস্ট সংগঠনে এ ধরনের আনুষ্ঠানিক পদ গ্রহণ ইচ্ছাকৃতভাবে সীমিত রেখেছিলেন, কিন্তু ম্যাডিসনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করেছিলেন, কারণ এটি তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত উপদেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল (স্বনির্ভর, কৃষিভিত্তিক, মিশনারি-কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ, যেখানে বাইবেল, হস্তশ্রম, এবং দক্ষিণে ও তার বাইরেও সেবার জন্য বাস্তবমুখী প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হয়)। সিস্টার হোয়াইটের ন্যাশভিল-সংক্রান্ত বার্তাগুলি ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে এসেছিল, ঐ একই সময়ে ম্যাডিসন স্কুলের সূচনা হচ্ছিল, এবং পার্থেনন প্রদর্শনীটিকে স্থায়ী পার্কে একটি স্থায়ী স্থাপনায় রূপান্তরিত করা হচ্ছিল। গ্রিক শিক্ষার প্রতীকটির প্রতিষ্ঠা এবং স্বর্গীয় শিক্ষার সূচনা—উভয়ই—একই স্বল্প সময়পরিধে চিহ্নিত হয়েছিল;

এবং সেই একই সময়পর্বেই ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসম্বন্ধীয় দর্শনসমূহ প্রদান করা হয়েছিল।

> গত রাত্রে আমার সম্মুখে একটি দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছিল। তার সমগ্রটি উন্মোচনের পূর্ণ স্বাধীনতা আমি হয়তো কখনোই অনুভব করব না, তবে আমি অল্প কিছু উন্মোচন করব।
>
> প্রতীয়মান হলো যে এক অতীব বিশাল অগ্নিগোলক জগতে অবতীর্ণ হয়ে বৃহৎ গৃহসমূহকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। স্থানস্থানান্তরে ধ্বনি উঠল, ‘প্রভু আগমন করছেন! প্রভু আগমন করছেন!’ অনেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অল্প কয়েকজন বলছিলেন, ‘প্রভুর স্তব হউক!’
>
> 'তোমরা প্রভুকে কেন স্তুতি করছ?' জিজ্ঞাসা করল তারা, যাদের উপর আকস্মিক বিনাশ আসছিল।
>
> "'কারণ আমরা এখন যা সন্ধান করে আসছিলাম, তা দেখতে পাচ্ছি।'"
>
> ‘আপনারা যদি বিশ্বাস করতেন যে এসব বিষয় আসন্ন, তবে আমাদের জানাননি কেন?’—এমনই ছিল ভয়াবহ প্রতিউত্তর। ‘আমরা এসব বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কেন আমাদের অজ্ঞতার মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন? আপনারা বারবার আমাদের দেখেছেন; আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন না কেন, এবং আসন্ন বিচারের কথা ও এই কথাটি—যাতে আমরা নাশপ্রাপ্ত না হই, আমাদের ঈশ্বরের সেবা করতেই হবে—আমাদের বলেননি কেন? এখন আমরা নাশপ্রাপ্ত হয়েছি!’ পাণ্ডুলিপি ১০২, ১৯০৪।

ন্যাশভিলের বার্তাসমূহের প্রেক্ষাপটটি ভৌগোলিকভাবে সত্য বা মিথ্যা শিক্ষার এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে স্থাপিত ছিল। এমন এক শিক্ষা, যা কোনো আত্মাকে স্বর্গ অথবা পৃথিবীর নাগরিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। সিস্টার হোয়াইটের ন্যাশভিল-সম্পর্কিত দর্শনসমূহে ইসলামের কোনো উল্লেখ নেই; তাহলে ন্যাশভিলে অগ্নিগোলকের দর্শনের সঙ্গে ইসলামকে যুক্ত করার ন্যায়সংগততা কী? ২০২০ সালের ন্যাশভিল বার্তার সংশোধন জোসিয়া লিচ ও স্যামুয়েল স্নোর কাজের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে? তাঁদের সংশোধন তখনই করা হয়েছিল, যখন তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন যে যে একই প্রমাণ তাঁদের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রমাণই সংশোধিত ভবিষ্যদ্বাণীকেও প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ইসলামের প্রমাণ ন্যাশভিলের সতর্কবার্তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামের বার্তা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। এই সত্যটি বহু বাইবেলীয় সাক্ষ্যে উদাহৃত হয়েছে। তৃতীয় স্বর্গদূতের সতর্কবার্তা উত্তরের রাজার কর্তৃত্বের ছাপ সম্পর্কে এক সতর্কতার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ইসলামের সতর্কবার্তাটি পূর্বদেশের সন্তানদের সতর্কবার্তার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

> কিন্তু পূর্বদেশ ও উত্তরদেশ থেকে আসা সংবাদ তাকে উদ্বিগ্ন করবে; তাই সে মহা ক্রোধে বের হবে, ধ্বংস করতে এবং বহুজনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে। দানিয়েল ১১:৪৪

তৃতীয় স্বর্গদূত ইতিহাসে আবির্ভূত হলেন ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে, যখন সপ্তম তূরী ধ্বনিত হতে শুরু করল। সপ্তম তূরীই ইসলামের তৃতীয় হায়ও বটে। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ সপ্তম তূরীর ধ্বনিকে ৯/১১ পর্যন্ত স্তব্ধ করে রাখল; তখন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের

অষ্টাদশ অধ্যায়ে তৃতীয় স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলেন, এবং নিউ ইয়র্কের বিশাল অট্টালিকাসমূহ ঈশ্বরের শক্তির এক স্পর্শে ভূপাতিত করা হয়েছিল।

৯/১১ ছিল মোহরকরণের কালের আলফা বা সূচনা, এবং এই কালটির পরিসমাপ্তি ঘটবে ওমেগা বা সমাপনে—অর্থাৎ শীঘ্র আগত রবিবার-আইনে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সমাপ্তিতে।

৯/১১ যুক্তরাষ্ট্রের পশুর মূর্তির পরীক্ষাকালের আলফা, যা শেষ হয় যুক্তরাষ্ট্রের পশুর মূর্তির পরীক্ষাকালের ওমেগায়, যা সংঘটিত হয় যখন যুক্তরাষ্ট্রের পশুর ছাপ বলবৎ করা হয়।

৯/১১ হচ্ছে পৃথিবী থেকে উঠা পশুর উপর, এর রিপাবলিকান ও প্রোটেস্ট্যান্ট শিংসমূহসহ, জীবিতদের বিচারের আলফা বা সূচনা; যার পরিসমাপ্তি অদূর-আসন্ন রবিবার-আইনে ঘটে।

৯/১১ হলো ‘প্রভুর প্রস্তুতির দিন’-এর আলফা; দিনটির সমাপ্তি ঘটে প্রভুর বিশ্রামদিন-সংক্রান্ত পরীক্ষায়।

৯/১১ ভিত্তিপ্রস্তর দ্বারা প্রতীকায়িত মন্দির নির্মাণের আলফা; এবং ওমেগা চূড়াশিলা মন্দিরের উপর স্থাপিত হলে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

৯/১১ যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় ‘হায়’-এর আলফা; যাহার সমাপ্তি ঘটে প্রকাশিত বাক্য একাদশের ভূমিকম্পে, যা শীঘ্র আগত রবিবার-আইন। সেই ভূমিকম্পে তৃতীয় ‘হায়’ সত্ত্বর আগমন করে। ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহের ইতিহাস রবিবার-আইনে অনুগ্রহকালের অবসানের পূর্বে, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্টদের নিন্দা করে “এখন আমরা নাশপ্রাপ্ত”—এই মর্মে ঘোষণা দানকারীদের ঘোষণার সত্ত্বেও।

যোয়েল নবীর পুস্তক এবং তার পন্তেকোষ্টে পরিপূর্তি মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তা সংক্রান্ত বিতর্কটি উপস্থাপন করে: জ্ঞানের বৃদ্ধি বুঝতে অক্ষম এক শ্রেণি, যারা বোঝে তাদের মদ্যপ হওয়ার অপবাদ দেয়। এফ্রয়িমের মদ্যপদের সঙ্গে জ্ঞানীদের মুখোমুখি সংঘাতটি ঈশ্বরের ভাববাণীমূলক বাক্যে বারংবার আলোচিত একটি বিষয়। সত্যের একটি উপাদান এই যে, বার্তাটি দ্বি-পর্যায়িক; যেমনটির উদাহরণ পিতর ঊর্ধ্বকক্ষে এবং পরবর্তীতে মন্দিরে দিয়েছিলেন। এটি এমন এক বিচার-প্রক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত, যা প্রথমে ঈশ্বরের গৃহে আরম্ভ হয় এবং তারপর ঈশ্বরের গৃহের বাইরে যারা রয়েছে তাদের উপর প্রসারিত হয়। বিচার-প্রক্রিয়াটি প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দুটি কণ্ঠস্বর দ্বারাও উপস্থাপিত—যেখানে প্রথম কণ্ঠস্বর ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত পর্যায়টিকে বোঝায়, এবং পরে চতুর্থ পদের সেই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি রবিবারের আইনকে চিহ্নিত করে। অন্তিম বৃষ্টির সত্য ও মিথ্যা ভাববাণীমূলক বার্তার পার্থক্যটিও এলিয়ার দ্বারা উদাহরণস্বরূপ দেখানো হয়েছে; যাঁকে মালাখি কৃপাকাল সমাপনের ঠিক পূর্বে প্রত্যাবর্তনকারী বলে চিহ্নিত করেছেন।

কার্মেল পর্বতে জ্ঞানী ও মূর্খের প্রতীক ছিল—‘জ্ঞানী এলিয়াহ’ এবং বালের মূর্খ ভাববাদীরা। এলিয়াহ পিতর, এবং বালের ভাববাদীরা এফ্রাইমের মদ্যপরা। অগ্নির বর্ষণের মাধ্যমে মূর্খ মদ্যপরা যখন বালের মিথ্যা ভাববাদী হিসেবে প্রকাশিত হয়, তখন জনগণ অবশেষে উত্তর দেয়, ‘প্রভু তিনিই ঈশ্বর’। ন্যাশভিল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণে লাওদিকীয় সপ্তম দিবস অ্যাডভেন্টিস্টরা এভাবেই প্রকাশিত হয়। তখন অ্যাডভেন্টবাদের বাইরে যারা মূর্খদের অবিশ্বস্ততার বিষয়ে জাগ্রত হয়, তারা দোষনির্ণয়ের বোধে আনা হয়, কিন্তু তাদের অনুগ্রহকাল তখনও সমাপ্ত হয়নি। ন্যাশভিলের সতর্কবার্তায় উপস্থাপিত

জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের প্রকাশের চিত্রায়ণটি দশ কুমারীর উপমার চূড়ান্ত ও নিখুঁত পরিপূরণে একটি পথচিহ্ন।

১৮ জুলাই, ২০২০-র হতাশা সেই বার্তাটিকে নির্ধারণ করে, যা সংশোধন করা আবশ্যক, এবং অ্যাডভেন্টবাদের ভেতরে যাদের কাছে তেল আছে ও যাদের নেই—তাদের প্রকাশকেও। ন্যাশভিলকে সতর্ক করে এমন তেলের বার্তা যাদের ছিল না, তাদেরকে এরপর যাদের কাছে তেল আছে তাদের সঙ্গে বৈপরীত্যে উপস্থাপন করা হয়। বার্তার তেল আছে বা নেই—এই দুই শ্রেণির মধ্যে, এক শ্রেণি এমন এক হতাশার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যা মিলারাইট ইতিহাসের প্রথম হতাশা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল; অপর শ্রেণির সে অভিজ্ঞতা নেই। মিলারাইটদের দ্বারা দৃষ্টান্তস্থাপিত সেই হতাশা ব্যতীত কোনো ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে সংশোধন আনার কিছুই থাকে না। ২০২০ সালের ন্যাশভিল-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি ইসলামকে শনাক্ত করেছিল—এই সত্যটি এমন এক ব্যর্থ বার্তার এক উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সংশোধন করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে একটি প্রমাণ নিহিত আছে এই সত্যে যে, যে ইতিহাসে ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহের আগমন ঘটে, তা কেবল মিলারাইটদের প্রথম হতাশা এবং পরবর্তী বার্তা-সংশোধনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং তা এমন এক ইতিহাসের অন্তর্গত, যার সূচনা 9/11-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনে—যা তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলামের আগমনকে চিহ্নিত করে—এবং পরবর্তীতে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে সেই ইসলাম আবার প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত রবিবার আইনের ভূমিকম্পে আগমন করে। সিস্টার হোয়াইটের দ্বারা ইসলাম ও ন্যাশভিল সতর্কতা সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও, বার্তায় ইসলামকে ধরে রাখা ইতিহাসের থিম—ইসলাম—এর ওপর ভিত্তিকৃত।

'দ্য বুক অব ড্যানিয়েল' শিরোনামের ধারাবাহিকের একশ তিপ্পান্নতম প্রবন্ধে আমরা নির্ণয় করেছিলাম যে, বালাম ও গাধার সাক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, গাধা দ্বারা প্রতীকায়িত ইসলাম ৯/১১ থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনটি প্রধান মিথস্ক্রিয়া করবে। প্রথমটিকে আমরা ৯/১১ হিসেবে, এবং দ্বিতীয়টিকে ৭ অক্টোবর, ২০২২ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রথম আক্রমণটি ছিল আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত দেশের উপর, এবং দ্বিতীয় আক্রমণটি ছিল ইস্রায়েলের আক্ষরিক মহিমান্বিত দেশের উপর; এবং তৃতীয় আক্রমণটি হবে রবিবার-আইনের ভূমিকম্পে সংঘটিত আক্রমণ। আমরা ইঙ্গিত করেছি যে, এই ভাববাদী স্তরে বালামের ইতিহাস সত্যের স্বাক্ষর বহন করেছিল, কারণ প্রথম ও শেষ আক্রমণটি আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত দেশের উপর ছিল, আর মধ্যবর্তী আক্রমণটি ছিল আক্ষরিক মহিমান্বিত দেশের উপর—যা বিদ্রোহের প্রতীক। এখন আমরা দেখি যে, মিডনাইট ক্রাই বার্তার সূচনা চিহ্নিতকারী চতুর্থ আঘাতটি ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ পূর্ণতা পেলে আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত দেশে সংঘটিত হবে। এর অর্থ, বালাম ও তার গাধার দ্বিতীয় আঘাতটি দ্বিবিধ—এর প্রথমটি আক্ষরিক মহিমান্বিত দেশের উপর, এবং দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত দেশের উপর।

প্রবন্ধটি একটি অসম্পূর্ণ সত্য উপস্থাপন করেছিল; এবং যিহূদা গোত্রের সিংহ এখন সেটিকে ন্যাশভিলের অগ্নিগোলাগুলির সঙ্গে ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংযোগের আরেকটি সাক্ষ্যরূপে উদ্ঘাটন করেছেন। অগ্নিগোলাগুলির সঙ্গে ইসলামের সংযোগের সমর্থনে আরেকটি যুক্তি পবিত্র ইতিহাসের সংস্কাররেখাসমূহের মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক সংস্কার-আন্দোলনের একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক বিষয় থাকে, যা সমগ্র

সংস্কার-আন্দোলনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে। মোশির সংস্কার-আন্দোলনে বিষয়টি ছিল এক মনোনীত জাতির সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করা। খ্রিস্টের সংস্কারের বিষয়টি ছিল মসীহ সম্বন্ধে। দাউদের সংস্কারের বিষয়টি ছিল দশ আজ্ঞা ও পবিত্রস্থান। মিলারাইটদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়, কারণ মিলারাইটরা 'সময়ের বার্তা' বহন করেছিল। ৯/১১-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কারের বিষয়টি চিহ্নিত হয়েছিল তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলাম, পূর্বদেশের সন্তানরা, বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর গাধা, প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ের যুদ্ধ-অশ্বসমূহ, পূর্ববায়ু, পঙ্গপাল এবং জাতিসমূহের ক্রুদ্ধতা হিসেবে।

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের ভূমিকম্পটি তৃতীয় 'হায়'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইসলামকে চিহ্নিত করে, এবং একই সঙ্গে মধ্যরাত্রির ধ্বনির বার্তার পরিসমাপ্তিকেও প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্যরাত্রির ধ্বনি যিরূশালেমে খ্রিষ্টের বিজয়োল্লাসপূর্ণ প্রবেশে দ্বারা রূপকভাবে পূর্বচিত্রিত হয়েছিল; যার সূচনা হয়েছিল গাধাটিকে বাঁধনমুক্ত করার মাধ্যমে। মিলারাইট ইতিহাসে মধ্যরাত্রির ধ্বনির সূচনা ঘটে এক্সেটার ক্যাম্প-মিটিংয়ে অশ্বারোহী স্যামুয়েল স্নোর আগমনের মাধ্যমে। মধ্যরাত্রির ধ্বনির সময়পর্বের সূচনা ইসলামের প্রতীকাবলী দ্বারা চিহ্নিত। প্রচুর সাক্ষ্য রয়েছে যে ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের সংশোধিত বার্তায় সতর্কতামূলক বার্তার অংশরূপে ইসলাম অন্তর্ভুক্ত আছে। কোনো তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি, তবে ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ শেষকালের 'নতুন মদ' বিষয়ক বিতর্ককে চিহ্নিত করে; অতএব ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহে ইসলাম অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ঐ অগ্নিগোলকসমূহকে পারমাণবিক অস্ত্ররূপে চিহ্নিত করার বিষয়ে কী বলা যায়?

বহু সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আক্রমণে প্রতিপক্ষ হিসেবে ইসলামের যে চিহ্নিতকরণ স্থাপিত হয়েছে, বার্তায় তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। যে সময়-নির্ধারণের ভ্রান্তি সংশোধন করা প্রয়োজন, তা ১৮৪০ ও ১৮৪৪—উভয় দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। যদিও সংখ্যাগুলি এখনো থাকবে, তবু সময় আর ভাববাণীমূলক বার্তার অঙ্গ নয়। পবিত্রস্থান-সংক্রান্ত ভুলবোঝাবুঝি দ্বারা যে ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছিল, সেটিও নিরসন করতে হবে; তবে সেটিকে নিরসন করে সংশোধিত বার্তায় অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে, পবিত্রস্থান-সংক্রান্ত ঐ ভুলবোঝাবুঝি যে ভ্রান্তির নিদর্শন ছিল, সেই ভ্রান্তিটিই প্রথমে শনাক্ত করতে হবে। জুলাই ১৮-এ ন্যাশভিল-সম্পর্কিত সতর্কবার্তায় ঐ পবিত্রস্থান-সংক্রান্ত ভুলবোঝাবুঝি কী প্রতিনিধিত্ব করেছিল?

আমি প্রতিপাদন করি যে উত্তরসমূহ ২০২৩ সালের শেষ থেকে মোহর ভেঙে ক্রমাগত উন্মোচিত হয়ে আসা সেই আলোতেই লভ্য। আদিপুস্তক, মথি ও প্রকাশিত বাক্য—এই তিন গ্রন্থে অধ্যায় ১১ থেকে ২২ পর্যন্ত এগারোটি অধ্যায়ের সমান্তরাল তিনটি ধারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির নবায়ন। আমরা কি এমন আচরণ করে, যেন আমরা তাঁর আহ্বান শুনিনি, তাঁর করুণার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি, নাকি মানবীয় শক্তির ওপর নির্ভর করে নত হয়ে ঘোষণা করি, 'তিনি যা কিছু আদেশ করেন, আমি তাই করব'? অথবা আমরা কি পবিত্র আত্মাকে আমাদের হৃদয় ও চিত্তে তাঁর ব্যবস্থা লিখতে দিই?

উত্তরসমূহ আরও পাওয়া যায় দানিয়েল গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে—সেখানে তিনটি পদের মোহরভঙ্গের মাধ্যমে সময়কে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ওই তিনটি পদে আরও চিহ্নিত করা হয়েছে—সপ্তম পদে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩; দ্বাদশ পদে ১৮ জুলাই, ২০২০; এবং একাদশ পদে ১৯৮৯ সাল থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত, এবং সেখান থেকে কৃপাকালের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ের পরিসরকে।

ঐ তিনটি পদের অন্তর্গত এই তিনটি সত্য সেই একই শাস্ত্রাংশেই অবস্থিত, যেখানে কোন ভবিষ্যদ্বাণীর মোহরভঙ্গ ঘটলে অবশ্যম্ভাবীভাবে সংঘটিত ত্রিবিধ পরীক্ষণ-প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

খ্রিস্ট কেবল দানিয়েল দ্বাদশ অধ্যায়ের ত্রিবিধ পরীক্ষার মোহরই খোলেননি, বরং তিনি ঐ পরীক্ষাগুলিকে প্রথমে একটি ভিত্তিমূলক পরীক্ষা, তার পরে একটি মন্দির পরীক্ষা, এবং তার পরে একটি লিটমাস পরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিতও করেছিলেন। তিনি আরও নির্দিষ্ট করেছিলেন যে সেই ভিত্তিমূলক পরীক্ষা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে আরম্ভ হয়েছিল এবং তা মিলারীয় আন্দোলনের ভিত্তিমূলক পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেখানে খ্রিস্টবিরোধীকে বহিঃদর্শন প্রতিষ্ঠাকারী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

তিনি তখন দ্বিতীয় পরীক্ষা, অর্থাৎ মন্দির-পরীক্ষা, হিসেবে চিহ্নিত করেন দানিয়েল গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে মন্দিরস্থিত খ্রিষ্টের দর্শনকে। ঐ পরীক্ষা বর্তমানে চলমান। ১৯৮৯, ১৮ জুলাই ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩, এবং রবিবারের আইন—এই তারিখসমূহের বিষয়ে দানিয়েল গ্রন্থের অধ্যায় বারোর উন্মোচন রোমের দর্শন এবং খ্রিষ্টের দর্শন—উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। অধ্যায় বারোর উন্মোচন যে একই দর্শনে পাওয়া যায়, সেই একই দর্শনেই এই উভয় দর্শন উপস্থাপিত। এই তিনটি অধ্যায় একটি মাত্র দর্শন, এবং অধ্যায় দশে খ্রিষ্টের দর্শনই মন্দির-পরীক্ষা; অধ্যায় এগারোয় খ্রিষ্টবিরোধীর দর্শনই ভিত্তির পরীক্ষা; এবং অধ্যায় বারোয় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পথচিহ্নসমূহ তৃতীয় তথা লিটমাস-পরীক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে অনেকে শুদ্ধীকৃত, ধবলীকৃত ও পরীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূর্খরা জ্ঞানীদের থেকে পৃথক হয়।

মন্দির-পরীক্ষা লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের আলো উন্মোচিত করেছিল; আর সেই আলোই ছিল চুক্তির সিন্দুকের আলো—যা সপ্তম দিবসের সাবাথের আলফা-আলো এবং সপ্তম বছরের সাবাথের ওমেগা-আলো। আলফা ও ওমেগা সাবাথসমূহের সেই আলো অবতারগ্রহণের আলোর পরিচয় নির্ধারণ করে। সেই আলোই নির্দেশ করে যে ঈশ্বর ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সম্মিলন পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে মানবদেহ ধারণ করেছিলেন; আর এই পুনঃস্থাপনই সেই কার্য, যা খ্রীষ্ট ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ আরম্ভ করেছিলেন, এবং যা তিনি এখন জীবিতদের বিচারে সমাপ্ত করছেন।

লেবীয় পুস্তক তেইশের আলোক আলফা-বসন্তকালীন উৎসবসমূহকে ওমেগা-শরৎকালীন উৎসবসমূহের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে মানবের অনুগ্রহের কালের সমাপ্তি পর্যন্ত যে নির্দিষ্ট ইতিহাস, তাই গঠন করেছে। এই রেখার মধ্যে, ভিত্তিগত পরীক্ষা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ আগমন করেছে বলে চিহ্নিত, এবং মন্দিরের পরীক্ষা ২০২৫ সালে আরম্ভ হয়েছে বলে নির্ধারিত, যা শিঙা-ধ্বনির উৎসবের লিটমাস-পরীক্ষা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে যে অরণ্যে আহ্বানের কণ্ঠ আরম্ভ হয়েছিল, তা খামিরহীন রুটির উৎসব দ্বারা চিহ্নিত—যা তিন-অংশের পথচিহ্নের পর পাঁচ দিন পরে সমাপ্ত হয়েছিল। এরপর ত্রিশ দিনের একটি কালপর্ব, যার পর ছিল তিন-অংশের একটি পথচিহ্ন, এবং তারও পর ছিল পাঁচ দিন; এভাবে চিরস্থায়ী সুসমাচারের তিনটি ধাপ চিত্রিত হয়। পাঁচ দিন-অনুসৃত তিন-অংশের আলফা পথচিহ্নটি প্রথম স্বর্গদূত; ত্রিশ দিনটি দ্বিতীয় স্বর্গদূত; এবং পেন্টেকোস্টের রবিবার আইনের দিকে নিয়ে যায় এমন পাঁচ দিন-অনুসৃত তিন-অংশের ওমেগা পথচিহ্নটি তৃতীয় স্বর্গদূত।

খ্রীষ্ট আরও লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়ের আলোক উন্মোচন করেছিলেন, মন্দিরের পরীক্ষাকালে চুক্তির সিন্দুক নির্মাণ করে। সিন্দুকের এক পাশে সপ্তম দিনের সাব্বাথের বার্তা বা স্বর্গদূত, এবং সিন্দুকের অপর পাশে সপ্তম বর্ষের সাব্বাথের স্বর্গদূত—এই দুইটি সিন্দুকের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আবরণকারী করূবদের প্রতিনিধিত্ব করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সীলমোহর আরোপের ইতিহাসে, ঐ দুই স্বর্গদূতের দ্বৈত আলোক—সপ্তম দিনের সাব্বাথ এবং অবতার-তত্ত্ব—একটি এমন বিষয় নির্দেশ করে, যা অনন্তকাল ধরে অধ্যয়ন করা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই, আপনি যদি সাত কালকে যোবেলের প্রতীক—১৮৬৩ সালের আত্মিক দাসমুক্তি-ঘোষণা—হিসেবে দেখতে সক্ষম না হন, তবে আপনি বুঝতে পারবেন না যে উইলিয়াম মিলারের আলফা ও ওমেগা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সাত কাল এবং দুই হাজার তিনশ দিন। ঐ পরস্পরসম্পর্কিত দুই সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষমতা এই স্বীকৃতিকে বাধা দেয় যে ১৭৯৮ সাত কালকে এবং ১৮৪৪ দুই হাজার তিনশ দিনকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ জ্ঞানের অভাবে কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে এইটি দেখা যে, লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়কে পদের পর পদ একত্র করে, বসন্ত উৎসবসমূহ উপস্থাপনকারী প্রথম বায়িশটি পদকে শরৎ উৎসবসমূহ উপস্থাপনকারী শেষে বায়িশটি পদের সঙ্গে পাশাপাশি স্থাপন করলে, সেই ধারাটি ১৮৪৪ দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত সপ্তম-দিনের সাবাথ দিয়ে শুরু হয়, এবং চুয়াল্লিশটি পদের ঐ ধারার শেষে যে সাবাথটি রয়েছে, তা হলো ভূমির সাবাথ, যা ১৭৯৮ দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত।

দুই সাবাথের সম্পর্ক দেখতে অক্ষমতা এই সত্য উপলব্ধি করতে অক্ষমতাকেই প্রকাশ করে যে, ১৭৯৮-এর 'সাত বার' মানবত্ব এবং ১৮৪৪-এর দুই হাজার তিনশ দিন দিব্যত্ব। এত গভীর অন্ধত্বে, যেন কার্যত অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হয় এই স্বীকৃতি দেওয়া যে, সপ্তম দিনের সাবাথের আলফা-আলোক এবং অবতারগ্রহণের তত্ত্বের ওমেগা-আলোক পতিত মানুষের মানবত্বের সঙ্গে তাঁর দিব্যত্বকে ঐক্যবদ্ধ করার খ্রীষ্টের কার্যকে চিহ্নিত করছে। আমাদের মানবত্বের সঙ্গে তাঁর দিব্যত্বকে ঐক্যবদ্ধ করার খ্রীষ্টের কার্যই ১৭৯৮-কে ১৮৪৪-এর সঙ্গে সংযুক্ত করার কার্য; কারণ ১৭৯৮ মানব-মাংসকে এবং ১৮৪৪ দিব্যত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে।

মানবজাতি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, এবং উচ্চতর ও নিম্নতর—এই দুই স্বভাবের অধিকারী। মানুষের উচ্চতর স্বভাব জড়প্রকৃতির এবং পাপের অধীনে বিক্রীত। রূপান্তরের মুহূর্তে খ্রীষ্ট রূপান্তরিত আত্মাকে তাঁর মন প্রদান করেন, কারণ রূপান্তরের ঘটনাতেই ধার্মিক সাব্যস্তকরণ সংঘটিত হয়, আর ধার্মিক সাব্যস্ত হওয়া মানে ধার্মিক করে তোলা। নিম্নতর স্বভাব তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করতে পারে না, এবং নিম্নতর স্বভাব সম্বন্ধে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি এই যে, খ্রীষ্ট প্রত্যাবর্তন করলে আমরা মহিমায়িত দেহ লাভ করব। উচ্চতর স্বভাব হল মন এবং নিম্নতর স্বভাব হল মাংস। উচ্চতর স্বভাব 'সাত কাল'-সম্পর্কিত সেই ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ, যা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর প্রায়শ্চিত্ত দিবসে সমাপ্ত হয়েছিল, যখন সপ্তম তুরী ও যুবিলির তুরী উভয়ই ধ্বনিত হতে আরম্ভ করেছিল। নিম্নতর স্বভাবের 'সাত কাল' ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল, কারণ খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত সেটি নবীকৃত হতে পারে না।

১৭৯৮-এর সাতকাল, ১৮৪৪-এর সাতকাল এবং ১৮৪৪-এর দুই হাজার তিনশত বছর ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর শুরু হওয়া খ্রিস্টের কাজকে প্রতিনিধিত্ব করে। সে কাজটি ছিল তাঁর ঈশ্বরত্বকে মানবত্বের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করা; কিন্তু মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব দিয়ে গঠিত

মন্দিরটি ১৮৪৪ সালে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও, তাতে ১৭৯৮ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল না, কারণ তা অন্যজাতিদের প্রাঙ্গণকে প্রতীকায়িত করে।

মন্দিরের পরীক্ষা মন্দিরের পরিমাপকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং ২০২৩ সালে যে মোহার-উন্মোচন আরম্ভ হয়েছিল, তার ইতিহাসের প্রারম্ভেই, সাত বজ্রধ্বনির মোহার-উন্মোচন প্রথম নিরাশা থেকে মহা নিরাশা পর্যন্ত ইতিহাসটিকে, সাত বজ্রধ্বনিতে প্রতীকায়িত ইতিহাসের চূড়ান্ত ও নিখুঁত প্রকাশ হিসেবে সনাক্ত করেছিল, যা সম্পর্কে দিব্য অনুপ্রেরণা ঘোষণা করে যে, তা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসকালে সংঘটিত ঘটনাবলিকে এবং তদুপরি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলিকেও প্রতিনিধিত্ব করে, যেগুলি তাদের ক্রমানুসারে উদ্ঘাটিত হবে। নিখুঁত পরিপূর্তি সিত্যরে সেই কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল, যা ২০২৩ সালে প্রাপ্ত প্রথমদিকের প্রকাশনাগুলোর একটি ছিল। আরম্ভের নিরাশাটি ওমগো নিরাশাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং মধ্যভাগে ছিল এক্সটোর ক্যাম্প-সভা, যেখানে বার্তার "তলে"কে ভিত্তি করে জ্ঞানী ও মূর্খদের পৃথক করা হয়েছিল।

মিলারবাদীদের মন্দিরটি এক হতাশা থেকে পরবর্তী হতাশায় অগ্রসর হওয়া ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছিল; অতএব এটি নির্দেশ করে যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরটি ১৮ জুলাই, ২০২০ থেকে শীঘ্রই আগত রবিবারের আইন পর্যন্ত স্থাপিত হয়, যেখানে দৃষ্টান্তে দ্বার বন্ধ হয়, যেমনটি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ হয়েছিল। সাত বজ্রধ্বনির দ্বারা উপস্থাপিত ইতিহাসটি দানিয়েলে বারো অধ্যায়ের আলোর মধ্যে উপস্থাপিত সেই একই ইতিহাস। দানিয়েলে বারো অধ্যায়ে উল্লিখিত এক হাজার দুইশত নব্বই দিনের আলোকপ্রকাশ একাদশ পদে উপস্থাপিত ত্রিশি বছরের পর্বের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। এটি আরও সংযুক্ত সেই ত্রিশি বছরের সঙ্গে, যা নির্বাচিত জাতির সঙ্গে চুক্তির প্রথম প্রতিনিধি এবং সেই নবীর দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত, যিনি আক্ষরিক ইস্রায়েল থেকে আত্মিক ইস্রায়েলে চুক্তিমূলক সম্পর্কের পরিবর্তন নির্দিষ্ট করতে উত্থাপিত হয়েছিলেন। লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের বিশ্রামের মধ্যবর্তী ৩০ দিনটি ঈশ্বরের সঙ্গে আব্রাহামের ত্রিবিধি চুক্তির প্রথম ধাপের সেই একই ত্রিশি বছর। একাদশ পদে ৫০৮ থেকে ৫৩৮ পর্যন্ত যে ত্রিশি বছর, তা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের প্রতীক।

লেবীয় পুস্তকের তেইশ অধ্যায়ের বিশ্রামে উল্লিখিত তিরিশি দিন, সেই চল্লিশ দিনেরই অংশ, যাহাতে খ্রীষ্ট স্বর্গারোহণ করা পর্যন্ত তাঁহার শিষ্যদের সম্মুখসম্মুখে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিরিশি হইতেছে ঐ পুরোহিতদের প্রতীক, যাহারা ত্রিশি বৎসর বয়সে সেবা আরম্ভ করিতেন। 508 হইতে 538 পর্যন্ত ত্রিশি বৎসরের কাল পৌত্তলিক রোম হইতে পোপতান্ত্রিক রোমে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে, এবং সেইসঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের লাওদিকীয় পুরোহিতত্ব হইতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ফিলাদেলফীয় পুরোহিতত্বে রূপান্তরকেও চিহ্নিত করে। রূপান্তরটি তিনটি ধাপে সংঘটিত হয়—যেমন 508-এ "daily" অপসারিত হইল, 533 সালের জাস্টিনিয়ানের ফরমান, এবং তাহার পর 538-এর রবিবার আইন—ইহাদের দ্বারা রূপান্তরটি চূড়ান্ত হইয়াছিল।

ওই ত্রিশি বৎসর ১৯৮৯ সাল হইতে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে, যে সময়ে ঈশ্বরের সীলপ্রাপ্ত ফিলাদেলফীয় জনগণ, তাঁর মন্দিররূপে, সমগ্র জগতের দেখিবার জন্য উচ্চে উত্তোলিত হইবে। তখন জগত বিচার করিবে—একদিকে খ্রীষ্ট, যিনি তাঁর লোকদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত, যাঁহারা খ্রীষ্টের সহিত স্বর্গীয় স্থানে উপবিষ্ট এবং অতএব ঈশ্বরের মন্দির; অপরদিকে পাপের মানুষ, যিনি ঈশ্বরের মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নিজেকে ঈশ্বররূপে প্রদর্শন করেন। আসন্ন রবিবারের আইনের সময়ে একাদশ ঘণ্টার

শ্রমকিগণ, যাঁহারাই সেই অগণতি জনতা, একটি ভিত্তিমূলক পরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন। সপ্তম দিনের সাবাথই কি ঈশ্বরের সাবাথ, না সূর্যের দিনই ঈশ্বরের সাবাথ?

> "এবং এখন তাঁর সামনে আরেকটি দৃশ্য উদ্ভাসিত হলো। তাঁকে দেখানো হয়েছিল, কীভাবে শয়তান ইহুদিদের খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যান করাতে কাজ করেছিল, যখন তারা তাঁর পিতার আইনকে সম্মান করার দাবি করছিল। এখন তিনি দেখলেন, খ্রিষ্টীয় জগৎ অনুরূপ এক প্রতারণার অধীনে আছে; তারা খ্রিষ্টকে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি করে, অথচ ঈশ্বরের আইনকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি যাজক ও পুরাচীনদের কাছ থেকে উন্মত্ত চিৎকার শুনেছিলেন, 'তাঁকে সরাও!' 'তাঁকে ক্রুশে দাও, তাঁকে ক্রুশে দাও!' আর এখন তিনি নামে খ্রিষ্টীয় শিক্ষকদের মুখে এই চিৎকার শুনলেন, 'আইন দূর করো!' তিনি দেখলেন, বিশ্রামদিন পদদলিত হচ্ছে, এবং তার স্থলে একটি মিথ্যা প্রথা স্থাপিত হয়েছে। আবার মূসা বিস্ময় ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ হলেন। যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে, তারা কীভাবে সেই পবিত্র পর্বতে তাঁর নিজস্ব কণ্ঠে ঘোষিত আইনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? যে কেউ ঈশ্বরকে ভয় করে, সে কীভাবে সেই আইনকে একপাশে সরিয়ে রাখতে পারে, যা স্বর্গ ও পৃথিবীতে তাঁর শাসনের ভিত্তি? আনন্দের সঙ্গে মূসা দেখলেন, বিশ্বস্ত কয়েকজন এখনও ঈশ্বরের আইনকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করছে। তিনি দেখলেন, যারা ঈশ্বরের আইন পালন করে তাদের ধ্বংস করতে পার্থিব শক্তিসমূহের শেষ মহাসংগ্রাম। তিনি সেই সময়ের দিকে চেয়ে রইলেন, যখন ঈশ্বর পৃথিবীর অধিবাসীদের তাদের অধর্মের জন্য দণ্ড দিতে উদ্যত হবেন, আর যারা তাঁর নামকে ভয় করছে তারা তাঁর ক্রোধের দিনে আবৃত ও লুক্কায়িত থাকবে। তিনি শুনলেন, যারা তাঁর আইন পালন করছে তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের শান্তির চুক্তি, যখন তিনি তাঁর পবিত্র নিবাস থেকে স্বর উচ্চারণ করেন, আর আকাশ ও পৃথিবী কেঁপে ওঠে। তিনি মহিমায় খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন দেখলেন, ধার্মিক মৃতরা অমর জীবনে পুনরুত্থিত হলো, এবং জীবিত সাধুগণ মৃত্যু না দেখে রূপান্তরিত হলো, এবং তারা সকলে আনন্দগীতসহ একত্রে ঈশ্বরের নগরে আরোহণ করল।" পিতৃপুরুষ ও নবীগণ, ৪৭৬।

বৃহৎ জনসমষ্টি—অজাতরা ও এক ঘণ্টার শ্রমিকেরা—একটি ভিত্তির পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষিত হয়; এর অব্যবহিত পরেই আসে মন্দিরের পরীক্ষা। রোমের মানব-মন্দির, 'অধর্মের মানুষ' সহ, কি সেই শিলা না বালু হবে, যার উপর তোমরা তোমাদের বিশ্বাস নির্মাণ কর? নাকি অবতারগ্রহণের সেই মন্দির—ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সম্মিলন—যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির, যাকে পিতর 'আত্মিক গৃহ' বলে অভিহিত করেন? ভিত্তি ও মন্দির-পরীক্ষার সেই সময়পর্বে নির্যাতন তৃতীয় ধাপের লিটমাস পরীক্ষা সম্পন্ন করবে, এবং তখন মানুষের পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হবে।

যিহূদা-গোত্রের সিংহ এখন চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণ করছেন, এবং সাইরাস, নিরো ও ট্রাম্পের তিনটি আড়াইশ-বর্ষব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে আরও অধিক আলো প্রকাশ করছেন; এবং তিনি তা করছেন ঠিক সেই সময়ে, যখন তিনি ন্যাশভিলের সংশোধিত বার্তা ঘোষণার কার্যকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নিরোর রথো যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বে পশুর মূর্তির চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠার কাঠামো প্রদান করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ অব্দের সাইরাসের রথো রাফিয়া ও পানিয়ুমের মধ্যবর্তী ইতিহাসকে চিহ্নিত করে—অর্থাৎ ইউফ্রেনীয় যুদ্ধ ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইতিহাসকে; যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সন্নিকটবর্তী রবিবার-আইনে পানিয়ুম অ্যাক্টিয়ামের সঙ্গে মিলিত হতে আরম্ভ হয়। ট্রাম্পের রথো এ বছর ৪ জুলাই সমাপ্ত হয়।

নিরো নির্যাতনের এক প্রতীক; স্মির্নার কলিসিয়া সেই ইতিহাসকে সনাক্ত করে, যা চলতে থাকে এবং ২৫০ বছর পরে পার্গামোসের কলিসিয়া ও আপসের পর্যায়ে নির্যাতনের অবসানে উপনীত হয়। রেখাটি প্রতিমূর্তি স্থাপনকে চিহ্নিত করে, এবং অতএব তা সেই ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তি তাঁর মন্দিরে স্থাপিত হচ্ছে। "ফরমান"ই হলো সেই সূচনাবিন্দু, যা প্রথম রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যায়; এর পরেই পূর্ব ও পশ্চিম, জ্ঞানী ও মূর্খ, গম ও আগাছা, এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত ও নাশপ্রাপ্তদের মধ্যে বিভাজনের "বন্ধ দ্বার" আসে। যে "ফরমান" দ্বারা সময়কাল আরম্ভ হয়, সেই একই "ফরমান" দ্বারাই বিশ্বের জন্য একই পরীক্ষার কালও আরম্ভ হয়। অতএব সেই "ফরমান"ই প্রথম এবং শেষ। নিরোর সতেরো বছরের কালরেখার প্রতিটি মাইলফলকই রবিবারের আইনসংকটের ক্রমবর্ধমান নির্যাতনকে সনাক্ত করছে, যা এক "ফরমান" দিয়ে শুরু হয়—রাষ্ট্রপতির "কার্যনির্বাহী আদেশ" জাতীয় কিছুর মতো।

খ্রিস্টপূর্ব 457 সালে কোরেশের তিনটি ফরমান শেষপ্রান্তে তিনটি পথচিহ্নসহ একটি সতেরো বছরের সময়কালকে চিহ্নিত করে; নেরোর রেখা এবং কোরেশের অপর রেখাও তেমনই করে; এবং এই রেখাগুলি 1798 থেকে 1844 পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছিল। কোরেশের তিনটি ধাপ হলো: প্রথমে রাফিয়ার যুদ্ধ; তারপর দশ বছর পরে দ্বিতীয় ধাপ; এবং এরপর সাত বছর পরে পানিয়ুমের যুদ্ধ। আরম্ভ ও সমাপ্তি উভয়ই যুদ্ধ; অতএব এগুলি আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে। প্রথম দশ বছরের সময়কালটি একটি পরীক্ষার সময়কে প্রতীকায়িত করে, যা 2014 সালে ইউক্রেনীয় যুদ্ধের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল; এবং দ্বিতীয় সময়কালটি সাত বছর পরে পানিয়ুমের যুদ্ধে সমাপ্ত হয়।

পালমনি

পালমোনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে মিলারবাদীদের কাছে সময়ের বার্তার মোহর খুলেছিলেন, এবং তিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস, সংখ্যাবিষয়ক বার্তার মোহর খুলেন।

প্রতীকাত্মক ভাববাদী ইতিহাসসমূহ, যেমন মাক্কাবীয় বিদ্রোহ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বায়েশ বছরের কাল, ষষ্ঠ রাজ্যের সূচনার কারণ এবং পঞ্চম রাজ্যের সমাপ্তির কারণ চিহ্নিত করে। বাইশতম রাষ্ট্রপতি গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে ‘আলফা’ ছিলেন, যিনি ‘ওমেগা’ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পূর্বরূপ হিসেবে অবস্থান করেন; কারণ এঁরা দুজনই একমাত্র রাষ্ট্রপতি যাঁরা দুইটি অ-ধারাবাহিক মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী হওয়া বাইশতম রাষ্ট্রপতি, যখন এমন অন্যান্য রাষ্ট্রপতিদের—যাঁরা কোনো পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন—সহ, সেইসঙ্গে যাঁরা স্বয়ং নিজেদের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে জয়লাভ করেছিলেন, একত্রে গণনায় ধরা হয়। বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পরবর্তী বায়েশ বছরের শেষে, অর্থাৎ ১৭৯৮ সালে, সূচিত হয়। ১৭৯৮ থেকে ২০২৬—আলফা-তারিখে ২২ এবং ওমেগা-তারিখে ২২ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত।

এগারোটি অধ্যায়ের তিনটি ক্রমধারা রয়েছে, যা একাদশ অধ্যায়ে শুরু হয়ে বাইশতম অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়। এই তিনটি এগারো-অধ্যায়ের প্রতিটি ধারায় তিনটি পদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত একটি সুনির্দিষ্ট মধ্যবিন্দু রয়েছে। উৎপত্তি নির্দেশ করে কখন ‘খতনা’ একটি নির্বাচিত জাতির সঙ্গে চুক্তিমূলক সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। এটি

ছিল প্রথমবার, যখন কোনো নির্বাচিত জাতিকে চুক্তিবদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী এক চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল; এবং মথির সুসমাচারে মধ্যবর্তী তিনটি পদ সেই শিলাকে চিহ্নিত করে, যার ওপর খ্রীষ্ট তাঁর কলীসিয়া নির্মাণ করবেন। সেই পদগুলো চিহ্নিত করে কখন শিমোন বার-যোনাহর নাম পরিবর্তিত হয়ে পিতর হয়েছিল, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সমতুল্য। প্রকাশিত বাক্যের ধারার মধ্যবিন্দু মৃত্যুর চুক্তিকে সনাক্ত করে, যেহেতু এটি পোপতন্ত্রকে 'সাতের মধ্য থেকেই' উদ্ভূত অষ্টম মস্তক হিসেবে চিহ্নিত করে। আপনি কী মনে করেন, এর কী তাৎপর্য যে দ্য ডিজায়ার অব এজেস-এর একাদশ অধ্যায় বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বার্তাকে চিহ্নিত করে, এবং বাইশতম অধ্যায়টি যোহনের মৃত্যুকে চিহ্নিত করে?

সেই অধ্যায়সমূহের মধ্যভাগ আপনাকে ১৬৮ নম্বর পৃষ্ঠায় নিয়ে যায়, যেখানে 'নিকোদেমোস' শীর্ষক অধ্যায়টির সূচনা হয়। একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাপ্তিস্ম' এবং বাইশতম অধ্যায়ের শিরোনাম 'যোহনের বন্দিত্ব ও মৃত্যু'। একাদশ অধ্যায় মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের প্রতীক; যেমন সপ্তদশ অধ্যায় এবং 'নিকোদেমোস', তেমনি যোহনের মৃত্যুও।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।